পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

সেল্যুলার ফোনে এক চেটিয়া কারবার বন্ধ করুন

সেল্যুলার ফোনপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা। ব্যাক্তির পকেটে রাখা একটি হান্ডসেট থেকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে এবং যে কোন স্থান থেকে ফোনকল করা ও রিসিভ করা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় শুরুতে এই সেল্যুলার ফোনের দাম ও কল চার্জ খুবই ব্যয়বহুল ছিল। ফলে কেবলমাত্র সামর্থবান ব্যক্তিবর্গের হাতেই এই ফোন দেখা যেত। কিন্তু গত কয়েক বছরে তা এখন সাধারণ মানুষের নাগালে এসে পৌঁছে গেছে। স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের হাতেও এখন তা দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বৃটেনে সর্বনিম্ন ৩০ পাউন্ড অর্থাৎ মাত্র ১৮০০ টাকায় কানেকশন চার্জসহ একটা সেল্যুলার ফোন পাওয়া সম্ভব। এর কারণ অনেকগুলো প্রাইভেট সেল্যুলার নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এতে একদিকে গ্রাহকরা যেমন কমদামে ফোন পাচ্ছেন তেমনি সার্ভিসের মানও অনেকগুণে বেড়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সেল্যুলার ফোন সিস্টেম এখন সাধারণ মানুষোর হাতের মুঠোয়। এই যন্ত্রটি এখন আর স্ট্যাটাস সিম্বল নয়।

এদিকে আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? পাঁচ বছর আগে হাচিসন নামক হংকংয়ের একটি কোম্পানীকে সেল্যুলার ফোন নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ব্যবসা করার অনুমতি দেয় টিএন্ডটি বোর্ড। জানা যায় পাঁচ বছর একচেটিয়া ব্যবসা করার অনুমতি পায় তারা। এক একটি ফোনের দাম নির্ধারণ করে লক্ষাধিক টাকা এবং চার্জ প্রতি মিনিটে লোকাল কলের জন্য ১০ টাকা (উভয় পক্ষের জন্য) অর্থাৎ যাকে ফোন করা হবে তাকেও প্রতি মিনিটে ১০ টাকা গুনতে হবে যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অত্যাধিক খরচের জন্য মাত্র কয়েক শত সেল্যুলার ফোন বর্তমানে ঢাকা শহরের কতিপয় বিত্তবানদের মধ্যেই চালু রয়েছে।

পত্র-পত্রিকার খবরে জানা যায় আরও পাঁচ বছর একচেটিয়া কারবারের অনুমতি চেয়ে হাচিসন কোম্পানী টিএন্ডটি বোর্ডে আবেদন করেছে। যেখানে অনেকগুলো কোম্পানী বাংলাদেশের মত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশে প্রতিযোগিতামূলক খরচে সেল্যুলার ফোন সিস্টেম চালু করতে আগ্রহী সেখানে কী উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র একটি কোম্পানীকে টিএন্ডটি বোর্ড একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুমতি দেন এ বিষয়টি বুঝতে আর কারও বাকি থাকে না। এ বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। একাধিক কোম্পানীকে সেল্যুলার নেটওয়ার্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাতে আধুনিক প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে সাহায্য করবেন বর্তমান সরকার, এটাই সবার কামনা।

কে. এস. আমীন
এস. এম. আজম
'কমপিউটার টাচ'
টি.এ. রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

আর বঞ্চিত হতে চাইনা

'কমপিউটার জগৎ' আবার একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী বিষয় উপস্থাপন করে আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। যখন হয়রানীমূলক প্রতিষ্ঠান টিএন্ডটি জমিদারী কায়দায় পাইক-পেয়াদা দ্বারা শোষণ সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে তখনই অধ্যাপক আবদুল কাদের ও নাজিমউদ্দীন মোস্তানের লেখা "স্ট্যাটাস সিম্বল নয়ঃ ব্যাপক জনগণের হাতে সেল্যুলার ফোন দিন" নিবন্ধটি আমাদের মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এ ধরনের সভ্যতাবাহী প্রযুক্তি পত্র-পত্রিকায় খুব একটা লেখা হয় না বলেই টেলিফোন বোর্ড আজ 'হয়রানীমূলক বোর্ডে' রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে আর তার পাইক পেয়াদারা পেয়েছে দেশের নতুন অর্থনীতির পথ রোধ করে নিজেদের পকেট ভরার অঢেল সুযোগ। তাদেরই স্বার্থের জন্য একটি মাত্র কোম্পানী মনোপলি রোলার চালিয়ে লাখ লাখ টাকায় সেল্যুলার ফোন বিক্রি করতে পেরেছে। অথচ কি আশ্চর্য এই কোম্পানীই অন্যান্য দেশে এই ফোন এক ভগ্নাংশ মাত্র মূল্যে বিক্রি করছে। শোষণ আর কাকে বলে! হংকংয়ের 'হাচিসন' কোম্পানী সেল্যুলার ফোন লাইন সংযোগসহ মাত্র ১,০০০ হংকং ডলারে দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী তথ্য অর্থনীতির যুগে এমন যুগোপযোগী উপাদান হতে আমরা আর বঞ্চিত হতে চাইনা। তাই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের জন্য চাই প্রতিযোগিতামূলক খরচে সেল্যুলার ফোন সিস্টেম। 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হিসাবে নয়, বর্তমান সভ্যতার তথ্য অর্থনীতির যুগে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার বাহন হিসাবে সেল্যুলার ফোন আমাদের ক্রয় সীমার মধ্যে চাই। আর হয়রানীমূলক প্রতিষ্ঠান 'টিএন্ডটি' কর্মকর্তা ও পাইক পেয়াদাদের নিস্পেষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাই বেসরকারী খাতে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা যা বর্তমানে কিউবার মতো রক্ষণশীল দেশেও চালু হয়েছে।

মোঃ জিয়া উদ্দিন
দনিয়া, ঢাকা।

কমপিউটার জগৎ এলবাম-তিন

কমপিউটার জগৎ-এর ৩য় বর্ষের সবকটি সংখ্যা একত্রে বাইন্ডিং করে এলবাম আকারে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কূটনৈতিক মিশনসমূহ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলসহ সকল লাইব্রেরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই এলবামটি পাঠানো হবে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন ঃ-

জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
মাসিক কমপিউটার জগৎ
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬

C-Kers
the C/C++
Programmers' forum

সি-কারস্

C/C++ প্রোগ্রামারদের অবাণিজ্যিক ফোরাম

সি-কারস্ কেন

- সি-প্রোগ্রামারদের পরস্পরের মত বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য।
- সি-প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তা সমাধান করতে।

কারা সদস্য হতে পারবেন

- C/C++ বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ সদস্য হতে পারেন। প্রোগ্রামার বা যারা প্রোগ্রামিং শিখছেন, এমন কি এ বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে সবাই সদস্য হওয়ার যোগ্য।
- সি-কারস্ এর ঠিকনায় চিঠি লিখে বা ফোন করে আপনার ঠিকানা বিস্তারিত জানিয়ে সদস্য হতে পারেন।

সি-কারস্ এর কার্যক্রম

- শুধু মাত্র ডাক খরচ পাঠিয়ে সদস্যরা সি-কারস্ নিউজ লেটার পেয়ে থাকেন।
- প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবার বিকেলে সি-কারস্ এর মাসিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকল যোগাযোগ ঃ

সি-কারস্

৪৪/সি ইন্দিরা রোড ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৮১০৭৮৫, ৩১০৭০৯

বিজ্ঞাপন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সৌজন্যে